কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে 'আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী (আ.)'-এর পদমর্যাদা

মাওলানা বশিরুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে আগমনকারী ইমাম মাহদীর পদমর্যাদাকে বুঝার জন্য মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে আগমনকারী ইমাম মাহদীর অবস্থান কি ছিল সেটিকে বুঝতে হবে। মহানবী (সা.) মুসলমানদের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন:

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِمَاماً مَهْدِيًّا

অর্থাৎ (হে মুসলমানগন) তোমাদের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকবে সে ঈসা ইবনে মরিয়ম এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি ইমাম মাহদী হবেন। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)*

আগমনকারী ঈসা (আ.) -এর মাহদী হওয়া সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে এসেছে:

لَا الْمَهْدِيُّ اِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারিয়ম ব্যতীত কোন মাহদী নাই। *(সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবুল ফিতন)*

তাই মুহাম্মদ (সা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা (আ.)-এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা রয়েছে সেগুলো এ ভাবেই বুঝতে হবে যে, আগমনকারী ঈসা (আ.) মাহ্‌দী ব্যতীত আর কেউ নন। এখন আসা যাক প্রবন্ধের মূল বিষয়ের দিকে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তাঁর মাধ্যমে শরীয়ত ও ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর পরে আর কোন নতুন শরীয়ত বা নতুন ধর্ম আসবে না। কেননা তিনি (সা.) শেষ নবী। তবে মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে আল্লাহ্ এবং তার রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আনুগত্যে 'আনুগত্যকারী নবুয়্যত' লাভ মোটেও অসম্ভব নয়। এমনটিই আল্লাহ্‌পাক, মহানবী (সা.) ও উম্মতের সর্বজনমান্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন। সূরা নিসার ৭০ (সত্তর) নম্বর আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

অর্থাৎ এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের [মহানবী (সা.)] আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন এবং এরা সাথি হিসাবে বড়ই উত্তম।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে উপরোল্লিখিত চারটি পুরস্কার অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ এর যে কোন একটি পুরস্কার এ জগতে লাভ হলে অবশ্যই অপর তিনটিও লাভ হবে। কেননা এখানে চারটি পুরস্কারের একটিকে অপরটির সাথে 'ওয়াও-এ-আতেফা' অর্থাৎ সংযোজক অব্যয় সূচক অক্ষর দিয়ে পরস্পর যুক্ত করা হয়েছে। এটি সর্বজনবিদিত বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে অনেকেই সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ এর পুরস্কার লাভ করেছেন। তাই নবুয়্যতের যোগ্যতা থাকলে এবং যুগের চাহিদা থাকলে অবশ্যই সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে এ জগতেই এই উম্মতের মধ্য থেকে উম্মতী অর্থাৎ অধীনস্থ নবীর পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। এমনটিই উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ্ ত'লা তাঁর পাক কালামে 'ওয়াও-এ-আতেফা' দিয়ে চারটি পুরস্কারকে পরস্পর জুড়ে দিয়েছেন। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ নেই। আরবী ভাষার ব্যাকরণও এটিকে সমর্থন করে। এ কারণেই উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেছেন-

قُوْلُوْا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা মহানবী (সা.)-কে খা'তামান্নাবীঈন বল কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নাই। *(দুররে মান্‌সুর, ৫ম খন্ড)*

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আগমনকারী ঈসা বা মাহদীর উম্মতী নবী হওয়া স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে 'উম্মতী নবী'–এর পদমর্যাদা দান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি যদি মহানবী (সা.) এর উম্মত না হতাম আর তাঁর (সা.)-এর অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার আমল জগতের সমস্ত পাহাড়সমান হলেও আমি কখনো কথোপকথন বা ঐশী বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল প্রকার নবুয়্যতের পথ বন্ধ।** শরীয়তধারী কোন নবী আসতে পারে না। তবে শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে। তবে শর্ত হলো তার জন্য প্রথমে উম্মতী হতে হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতীও আর নবীও। আর আমার নবুয়্যত এবং বাক্যালাপ হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের একটি প্রতিচ্ছায়া। এছাড়া আমার নবুয়্যত অন্য কিছুই নয়।" *(রুহানী খাযায়েন, খন্ড:২০, পৃষ্ঠা: ৪১১)*

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরান–এর ৮২ নম্বর আয়াতে প্রত্যেক নবী থেকে তাদের পরে আগমনকারী নবীকে মান্য করা এবং সত্যায়নের অঙ্গীকার নেয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

"আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবের কাছ থেকে সব নবীর মাধ্যমে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যাই তোমাদেরকে দেই এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী রূপে কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে? তারা বললো আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবী থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, পরবর্তী সত্যায়নকারী নবী আসলে তাকে মানতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)–এর নিকট থেকেও তাঁর পরে আগমনকারী সত্যায়নকারী নবী আসার উল্লেখ সূরা আহযাবের ৮ নম্বর আয়াতে মিনকা' (তোমার নিকট থেকেও) শব্দে উল্লেখ করেছেন। যেমন কিনা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

অর্থাৎ, স্মরণ কর আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও মরিয়মের পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গিকার নিয়েছিলাম) আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক সুদৃঢ় অঙ্গিকার নিয়েছিলাম *(সূরা আহযাব, আয়াত: ৮)*।

হযরত নুহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সে অঙ্গীকার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কাছ থেকেও নেয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে অঙ্গীকারটি কি ছিল? এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা সূরা আলে ইমরানের ৮২ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন যে, সে অঙ্গিকার ছিল তাঁদের পরবর্তীতে সত্যায়নকারী নবী আসলে তাঁকে মানতে হবে। তাই মহানবী (সা.)-এর পরে আগমনকারী সত্যায়নকারীকে মানার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। আর এ-কারণেই মহানবী (সা.)-ও শেষ যুগে এ উম্মতে আগমনকারী ঈসা কে চার বার **'নবী উল্লাহ'** শব্দে সম্বোধন করেছেন।

"মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ্দাজ্জাল"-এ মহানবী (সা.) আগমনকারী ঈসাকে চার বার **'নবীউল্লাহ'** অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নবী' বলে সম্বোধন করেছেন।

এই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, যখন হযরত মসীহ্ ও মাহ্দী ইয়া'জুজ মা'জুজ-এর প্রাধান্যের যুগে আগমন করবে, তখন মসীহ্ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ শত্রুদের কব্জায় বন্দী হয়ে যাবেন। অত:পর মসীহ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা এবং বিগলনের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করবেন। সেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে মসীহ্ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ সমস্যার কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শত্রুদের আস্তানায় ঢুকে যাবেন। কিন্তু সেখানে নতুন সমস্যাবলীর সম্মুখিন হবেন। অতপর **'মসীহ নবীউল্লাহ'** এবং তাঁর সাহাবাগণ পুনরায় খোদা তা'লার সমীপে দোয়ার মাধ্যমে অবনত হবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অসুবিধাসমূহ দূর করে দিবেন। এই হাদীসে মহানবী (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন এবং সতর্ক করে বলেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যখন দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মা'জুজ-এর ফিতনা দমন করে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম রক্ষাকল্পে অগ্রসর হবেন তখন তোমরা তাঁর সাহায্যকারী হবে। তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি হবেন না বরং আল্লাহ্ তা'লার নবী হবেন । তাই তাঁর অস্বীকার আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারন হবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

মহানবী (সা.) যে মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনিই হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী (আ.)। তিনি ১৩০০ হিজরীর মধ্যভাগে ১৪ শাওয়াল ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব

প্রদশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব এবং যৌবন অতিবাহিত করার পর প্রায় ৪৭ বছর বয়সে ১৩০০ হিজরীর শেষ দিকে ১২৯৯ হিজরী অর্থাৎ মার্চ ১৮৮২ তে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে সম্মধোন করে বলেন:

"হে আহমদ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাতে বরকত রেখেছেন। প্রত্যেক বরকত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে উৎসারিত। সুতরাং অত্যন্ত কল্যানমণ্ডিত তিনি, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তুমি বলে দাও আমি যদি মিথ্যা রটনা করে থাকি তাহলে আমার পাপ আমার উপর বর্তাবে। আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি তাঁর প্রেরিতকে নিজের হেদায়েত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। যেন এই ধর্মকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয় দান করেন।" *(তাযকেরাহ, পৃষ্ঠা:৩৫)*

সুরা সাফে বর্ণিত :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অনুবাদঃ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন।
(সুরা আস্ সাফ্ফ: ১০)

এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম সত্যায়নকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর উপরোল্লিখিত ইলহামে তাঁর (সা.)-এর আনুগত্য ও দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে উম্মতী নবী অর্থাৎ অধিনস্থ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর রচিত পুস্তকসমূহে এই ঘোষণা বারবার উল্লেখ করেছেন যে, আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আর তিনি আমাকে মসীহ মওউদ নামে সম্বোধন করেছেন। এছাড়া তিনি আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যা তিন লক্ষে পৌঁছেছে। *(পরিশিষ্ট হাকিকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ২২, পৃষ্টা: ৫০৩)*

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুরা সাফের ১০ নম্বর আয়াতে যে মহাপুরুষের আগমনের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার কথা উল্লেখ করেছেন, তফ্সীরকারকদের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতটি প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে। এ আয়াতটি কুরআন করীমের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক, আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে এটি পূর্ণ হবে। *(তিরইয়াকুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১৫,পৃষ্ঠা: ২৩২)*

এই আয়াতের ব্যখ্যায় ইবনে জারীরে লেখা আছে,

هَذَا عِنْدَ خُرُوْجُ الْمَهْدِى

অর্থাৎ সারা বিশ্বে ইসলামের এই বিজয় ইমাম মাহ্দীর যুগে সাধিত হবে।

শিয়াদের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বিহারুল আন্ওয়ারেও' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ এ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর আল কায়েম (ইমাম মাহ্দী) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এছাড়া শিয়াদের আরো একটি বিশ্বস্ত কিতাব 'গায়াতুল মাকসুদ' ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩ -এ লেখা আছে,

مراد از رسول دریں جا امام مہدی است

অর্থাৎ এ স্থানে প্রতিশ্রুত রসুল বলতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং শিয়া-সুন্নি উভয়ই এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, ইসলামের বিশ্বব্যাপি বিজয় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর যুগেই সাধিত হবে।

ভবিষ্যতে মুসলমানরা যে অবস্থা ব্যবস্থা এবং সময় অতিবাহিত করবে, সে প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ছিল, **"হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর যুলুম, অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর সেটি অহংকার ও জবরদস্তি মুলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। আর সেটি ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতপর আল্লাহ্ তা'লা সেটি উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"** *(মুসনাদ্ আহমদ ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৩)*

দিল্লী থেকে 'আসাহ্হুল মাতা'বে' -এর মালিক নূর মুহাম্মদ সাহেব যে 'মিশকাতুল মাসাবিহ' ছেপেছিলেন, তাতে এ হাদীসের নিচে লেখা ছিল:

'আয্যাহেরু আন্নাল মুরাদা লাহু যামানা ঈসা ওয়াল্ মাহ্দী'
অর্থাৎ স্পষ্ট যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈসা ও মাহ্দী (আ.)-এর যুগ।

মহানবী (সা.) নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত জারীর যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অর্থ আমরা তাঁর (সা.) থেকেই জানতে পারি যে, مَا مِنْ نُبُوَّةٍ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক নবুয়্যতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে *(কান্‌যুল উম্মল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৯)*

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) উম্মতী (অধীনস্থ) নবী হবেন। আর তাঁর পরে দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর ইন্তেকালের পর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফতের ধারা ২৭মে ১৯০৮ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জারী হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল মালাহেম, বাব খুরুজুদ্ দাজ্জাল -এ মহানবী (সা.) আগমনকারী ঈসা অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.) কে নবী আখ্যা দিয়েছেন। যেমন কিনা মহানবী সা বলেছেন:-

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ

অর্থাৎ আমার এবং ঈসা (আ.) -এর মধ্যবর্তী কোন নবী হবে না। আর নিশ্চিত ঈসা (আ.) নাযেল হবেন। অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে বা তাঁর সাক্ষাত পাবে তখন তাঁকে (তাঁর নিদর্শনসমুহের মাধ্যমে) চিনবে।

এই হাদীসে মহানবী (সা.) নির্দিষ্ট করে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে দিয়েছেন,

১. যেভাবে আমি খোদা তা'লার নবী তদ্রুপ আগমনকারী মসীহ্ মাহদীও আল্লাহ্ তা'লার নবী হবে। যদিও আগমনকারী মসীহ ও মাহদী আমার সেবক, শিষ্য এবং প্রতিচ্ছায়া হবে তথাপি তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২. উম্মতে মুহাম্মদীয়ার একপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর অন্য প্রান্তে উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী।

৩. এ হাদীসে মহানবী (সা.) মুসলমানদের পথ প্রদর্শনার্থে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমার উম্মতে কোন ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করে তাহলে তোমরা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে না। কেননা সে ৩০ দাজ্জালের মধ্য থেকে কোন একজন হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "বস্তুত ব্যাপক ঐশীবাণী এবং অদৃশ্য বিষয়াবলি লাভের ক্ষেত্রে এ উম্মতে আমিই একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। আমার পূর্বে যত ওলী-আউলিয়া, গওস-কুতুব, পীর এ উম্মতে অতিবাহিত হয়েছেন তাদেরকে এই নেয়ামত থেকে ব্যাপক অংশ দেয়া হয়নি। সুতরাং এ কারণেই নবী নামে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আর অন্য কেউই এই নামের যোগ্য নয়। কেননা নবী নামের জন্য শর্ত হচ্ছে ব্যাপক ওহী এবং অদৃশ্যের বিষয়াবলি লাভ করা। আর এই শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।" *(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২ খন্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা)*

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে তাঁর উম্মতের সদস্যদের আগমনকারী মাহ্দীর হাতে বয়াত করতে এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর এ জোরালো নির্দেশের কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনিত খলীফা হবেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ফিতন্ বাব খুরুজুল মাহদী ২য় খণ্ডতে বলেছেন :

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ
فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তখন তোমরা তাঁর হাতে বয়াত করবে যদি বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। কেননা নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্ তা'লার খলীফা আল-মাহদী।

লক্ষ্য করুন! মহানবী (সা.) কত জোরালোভাবে আগমনকারী মাহদীকে আল্লাহ্র খলীফা আখ্যা দিয়েছেন। আর জোরালো তাগিদ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যেন সবধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তার হাতে বয়াত করে। মহানবী (সা.) এই হাদীসে যে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন নিশ্চয় কাউকে মানা ও গ্রহণ করার ব্যাপারে এর চেয়ে জোরালো নির্দেশ সম্ভব নয়। তথাপি এক শ্রেণীর নামসর্বস্ব আলেম ইমাম মাহ্দীকে মানার এবং তাঁর হাতে বয়াত করার ব্যাপারে আপত্তি আকারে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন:

فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

অর্থ্যাৎ (তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাঁকে পাবে) তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান উম্মতকে তৌফিক দান করুন, তারা যেন যুগ ইমামকে গ্রহণ করে দু:খ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। একে অপরের প্রতি যে যুলুম করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সেই যুলুম করা থেকে বিরত রাখুন। ইসলাম নিজের প্রকৃত মর্যাদার সাথে প্রত্যেক ইসলামী দেশে প্রকাশিত হোক । (আমিন)